ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৬

জীবাশ্ম জ্বালানিকে না বলুন

টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুশাসন

২৬ জানুয়ারি, ২০২৬

ধারণাপত্র

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে ক্লিন এনার্জি (পরিচ্ছন্ন জ্বালানি) অপরিহার্য, সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি হিসেবে বৈশ্বিকভাবে বিবেচিত। ক্লিন এনার্জি বলতে সেই উৎসগুলিকে বোঝায় যা উৎপাদন বা ব্যবহারের সময় স্বল্প বা শূন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর নূন্যতম প্রভাব ফেলে।[১] ক্লিন এনার্জি হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি একটি আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা টেকসই ভবিষ্যতের পথে উত্তরণে অন্যতম অনুঘটক। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ এবং ভূতাপীয় শক্তির মতো নবায়নযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্লিন এনার্জি তথা নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেতনতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থা (আইআরইএনএ)-এর প্রতিষ্ঠার তারিখের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০২৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২৬ জানুয়ারি ***ইন্টারন্যাশনাল ডে অব ক্লিন এনার্জি*** হিসেবে ঘোষিত হয়েছে (রেজোলিউশন অ/৭৭/৩২৭)[২] যার মূল লক্ষ্য হলো জনগণ ও পৃথিবীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে একটি ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই রূপান্তর সাধনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত বৈশ্বিক কার্যক্রমকে সক্রিয় ও গতিশীল করা।[৩] ২০২৪ সালে দিবসটি প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ কর্তৃক পালিত হয়েছে।[৪]

টিআইবি বিশ্বাস করে যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি একটি ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতি-স্পষ্টতা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা এবং বিবিধ চ্যালেঞ্জসহ বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা ও চাহিদা বৃদ্ধি করতে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র। এরই অংশ হিসেবে *"প্রোমোটিং গুড গভর্ন্যান্স এন্ড ইন্টিগ্রিটি ইন দ্যা এনার্জি ইন বাংলাদেশ"* প্রকল্পের আওতায় এই দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে টিআইবি বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুততর রূপান্তরসহ সুশাসিত দুর্নীতিমুক্ত ও টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চাহিদা বেগবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও দেশ এখনও আমদানী নির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়লেও, বর্তমানে বাংলাদেশের জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ মাত্র ৪.৬ শতাংশ।[৫] ২০১০-২০২৩ সময়কালে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান বিদেশি বিনিয়োগ হলেও এর ৯৬.৭ শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক প্রকল্পে এবং মাত্র ৩.৩ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ হয়েছে।[৬] সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়নে অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা এবং বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। এছাড়া ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি), ২০২৩ এ নবায়নযোগ্য জ্বালানির চেয়ে ক্লিন এনার্জি হিসেবে পারমানবিক, কার্বন ক্যাপচার ও স্টোরেজ ইউনিট এবং তুলনামূলকভাবে নতুন ও অপরিক্ষিত প্রযুক্তি হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।[৭] টিআইবির গবেষণাসহ নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন তথ্য ও বিশ্লেষণমতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত অগ্রাধিকার খাতে একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা ও আইনের যেমন কিছু ঘাটতি রয়েছে; অন্যদিকে, বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার সীমাবদ্ধতা ও অস্পষ্টতা কাজে লাগিয়ে প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও নীতিনির্ধারণে অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।[৮] নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের সক্ষমতা, অর্থায়ন ও বিনিয়োগ, প্রণোদনা, অবকাঠামোগত সুবিধাসহ আমলাতান্ত্রিক সহায়তা ও দেশি-বিদেশি লবির প্রভাব নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিরর্তে জীবাশ্ম জ্বালানিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সার্বিকভাবে, এ খাতে নীতি করায়ত্ত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ও টিআইবি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে গবেষণানির্ভর অধিপরামর্শমূলক ও জনসম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি ২০১১ সাল থেকে পরিবেশ, জলবায়ু অর্থায়ন,

---

[১] What is "clean energy"? বিস্তারিত দেখুন: https://shorturl.at/9Obrs
[২] Resolution adopted by the General Assembly on 25 August 2023, বিস্তারিত দেখুন: https://shorturl.at/EjmHG
[৩] United Nations, International Day of Clean Energy 26 January, বিস্তারিত দেখুন: https://www.un.org/en/observances/clean-energy-day
[৪] 1st Celebration of the International Day on Clean Energy at the United Nations, বিস্তারিত দেখুন: https://shorturl.at/0OOO2
[৫] স্রেডা ডাটাবেজ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.renewableenergy.gov.bd/index.php?id=7,
[৬] Follow the Renewable Energy Finance: Bangladesh Perspective. Change Initiative. বিস্তারিত দেখুন: https://www.changei.earth/post/follow-the-renewable-energy-finance-bangladesh-perspective-ftref-01-2023
[৭] Working paper: Advanced Technologies for Clean Energy in IEPMP, Center for Policy Dialogue (CPD), বিস্তারিত দেখুন: https://cpd.org.bd/resources/2024/08/Advanced-Technologies-for-Clean-Energy-in-IEPMP.pdf
[৮] বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, টিআইবি, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/7417

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সুশাসনবিষয়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিআইবি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর বিকাশের উপযোগী সুশাসন নিশ্চিতে অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং অংশীজনের সঙ্গে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাসঙ্গিক নীতি প্রনয়ণের চাহিদা জোরদার করতে সাধারণ জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা বিকাশের জন্যও কাজ করছে টিআইবি।

আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস টেকসই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তর সংক্রান্ত প্রচারাভিযানে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় টিআইবির উদ্যোগে ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এ দিবসটি উদযাপন করা হয়।[৯] [১০] এ বছরও দিবসটিকে সামনে রেখে টিআইবি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি জেলা ও উপজেলায় টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতা ক্যাম্পেইন, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে যৌথভাবে জনসমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা ও আলোচনা সভাসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, জাতীয় পর্যায়েও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে মানববন্ধন আয়োজন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৬: টিআইবির সুপারিশ

এ দিবসটি উপলক্ষ্যে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিতসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে –

১) রাজনৈতিক দলসমূহকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করা এবং জ্বালানি মিশ্রণে নবানয়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধির অঙ্গীকার করতে হবে; যার মধ্যে থাকবে-

- জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং খসড়া 'এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (ইপিএসএমপি) ২০২৫' চূড়ান্তকরণের পূর্বে নাগরিক সমাজ, নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে স্বচ্ছ জাতীয় পরামর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজিয়ে চূড়ান্ত করা;
- ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ 'নেট-জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এখাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা;
- আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও নবায়নযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্পে অর্থায়ন ও এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমানোর জন্য সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)– কে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ এবং গবেষণা ও শিল্পখাতের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করা; এবং
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

২) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫সহ বিদ্যমান সকল নীতি ও পরিকল্পনায় অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে।

৩) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের প্রসারে নীতিগত অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এর উৎপাদন ও সরবরাহ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি উপযুক্ত বিনিয়োগ কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।

৪) জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান এবং দূষণ ও পরিবেশ-বিষয়ক তদারকিতে স্বচ্ছ ও যথাযথ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৫) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত জ্বালানি খাতের সকল প্রকল্প প্রস্তাব এবং চুক্তির নথি প্রকাশ করতে হবে।

৬) এনডিসি'র অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে বাতিল হওয়া কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭) শিল্প ও আবাসিক গ্রাহকদের নেট মিটারিং সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন সহজীকরণ, ফিড-ইন-ট্যারিফ কার্যকর এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

৮) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে; স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত থেকে প্রকল্প অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

৯) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুশাসন ঘাটতি ও দুর্নীতি ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রকল্প অনুমোদন, ভূমি অধিগ্রহণ, চুক্তির শর্ত নির্ধারণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান এবং বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

---

[৯] TIB Demands Bangladesh Needs Fossil Fuel-Free Energy Plan, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/story/7188

[১০] Formulate a New Energy Master Plan Based on Renewable Energy, Free from Fossil Fuel Lobby: TIB, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/press-release/7186